খসড়া

বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা : ৭টি
প্রতিবেদনাধীন বছর : ২০২২-২০২৩ অর্থবছর
প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ : ২০.০৭.২০২৩

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৩৪৬	২২৮	১১৮	১৯	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১৭১২৩৫	১২৩৮৯৮	৪৮৩১৩	২৮৪৫১	পদ সৃষ্টির কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত, পূরণকৃত ও শূন্য পদের সংখ্যা হ্রাস / বৃদ্ধি পেয়েছে।
মোট	১৭১৫৮১	১২৪১২৬	৪৮৪৩১	২৮৪৭০	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	১২০	৮০১৪	৪৭৮১	২৩০৫১	১২৪৬৪	৪৮৪৩১

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: শূন্য নেই।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর: মামলা সংক্রান্ত কারণে শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

টেমো: অত্র দপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধন ও বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বিধায় শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না।

নিমিউ এন্ড টিসি: বছর ভিত্তিক সংরক্ষণযোগ্য অস্থায়ী রাজস্বখাতভুক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৭ (সাতাশ) টি পদের মধ্যে ১৭ (সতের) টি পদের নিয়মিত সংরক্ষণ নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
জিএনএসপি ইউনিটের কম্পিউটার অপারেটরের ২(দুই)টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত	জিএনএসপি ইউনিটের ১(এক)টি কম্পিউটার অপারেটর ও ৩(তিন)টি অফিস সহায়ক পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
মন্ত্রনালয়ের নাম	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০৮	-	০৮	-	-	-	৩য় ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৬৬	৩১	৪৯৭	১১৭	০	১১৭	
ঔষধ প্রশাসন	৬	১৬	২২	২১	৪৭	৬৮	
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১২	-	১২	১২৩	৪	১২৭	প্রতিবেদনাধীন বছরে ১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে মোট ৭ জন কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি	২০৬	-	২০৬	-	-	-	সিনিয়র স্টাফ নার্সের ২৩৬৭টি পদ এবং মিডওয়াইফ এর ৪০১ টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে প্রক্রিয়াধীন এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৮৮টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
নিমিউ অ্যান্ড টিসি	০	০	০	০৫	০	০৫	
টেমো	-	-	-	-	-	-	-
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৬৯৮	৪৭	৭৪৫	২৬৬	৫১	৩১৭	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সিনিয়র সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	১৭ দিন		০৩ দিন	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-		০৮ দিন	
দেশে	৯৩ দিন		১৫ দিন	

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সিনিয়র সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১২০ দিন	১০৮ দিন		১২ দিন	

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: ৫৮

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয় /সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	জের	মন্তব্য
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (রাজস্ব)	৫৬	১০২৭৫২.০০	---	----	---	৫৬	
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (উন্নয়ন)	১১০৩	৫৫৬৫৭১.৪৮	২১	০৭	২০৪৭.৩৪	১০৯৬	
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৯১৯	৭১১৯৯৮.৫৫	০৬	---	----	৬৯১৯	
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৪৩	৯৩৩৫.৯৯	--	--	--	৪৩	
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২১৬	৫৩৯৩৭.৫৩	----	০২	২৫৭৬.৪৬	২১৪	
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৩	১.০০	--	--	--	৩	
নিমিউ অ্যান্ড টিসি	৫৮	১১৫৩.৯৫	--	---	---	৫৮	
টেমো	০৩	১২.০৯	--	--	--	৩	
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	১	২৩৬.৪৩	--	--	--	১	
ইডিসিএল, ঢাকা	৫৯৪	১০৫৫৫৯.৭০	---		----	৫৯৪	
মোট=	৮৯৯৬	১৫৪১৫৫৮.৭২	২৭	০৯	৪৬২৩.৮০	৮৯৯৭	

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ক্যাশ সরকারের দায়িত্ব পালনকালে উক্ত ইউনিটের গত ২৫ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪৫.০৫.০০০০.৪১.০২৮.২২-২৮৮ স্মারকমূলে বরখাস্তকৃত অফিস সহায়ক মো: রবিউল ইসলাম কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বিল জালিয়াতির মাধ্যমে ১,৫৩,৪৯,৭৭৬/- টাকা আত্মসাতের ঘটনা অডিট টিমের নিরীক্ষাকালে ধরা পড়ে- যা ইত:পূর্বে এ ইউনিটের হিসাব শাখা কর্তৃক সিএএফও (স্বাস্থ্য) দপ্তরের সাথে হিসাব মিলকরণের সময় উদঘাটিত হওয়ায় বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান/ মামলাকরণের জন্য প্রেরিত হয়। এছাড়াও পরবর্তীতে ২০২০-২১ অর্থবছরেও বিল জালিয়াতির মাধ্যমে ২৮,২৬,৪৫৪/- টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটিত হওয়ায় দুদকে অনুসন্ধান/ মামলাকরণের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

(৩) **শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)**

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬৯	০	৩০	২৫	৫৫	৩৬৯

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৩৯	২০	-	১৮৩৯	০৭

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৮৫টি	২১,৫৬৬ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২২) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার বিষয়ে (চাকুরি ও সুশাসন সংক্রান্ত) ৪টি, ই-গভর্ণেন্স ও উদ্ভাবন বিষয়ে ৪টি, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে ২টি, এপিএ সংক্রান্ত ৪টি, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২টি, সেবাদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ৪টি, অভিযোগ ও প্রতিকার, এপিএ এবং ই-নথি বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিমিউ এন্ড টিসি কর্তৃক শুদ্ধাচার, উদ্ভাবনী ধারণা, এপিএ ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৫দিনব্যাপী ২টি করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- নিমিউ এন্ড টিসি, টেমো কর্তৃক ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন/প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক; ২ দিনব্যাপী দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; ২ দিনব্যাপী সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; ২ দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; ২ দিনব্যাপী যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ১ দিনব্যাপী চতুর্থ বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ১ দিনব্যাপী জিআরএস সফট্ওয়্যার বিষয়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ নেই।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? আছে। বড় রকমের কোন অসুবিধা নেই ।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা:

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১৪৪টি	২৬৯৭৬ জন

৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
					কর্মকর্তা	কর্মচারি
১		২	৩	৪	৫	৬
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৩২	আছে	আছে	আছে	১৩০	৭২
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৫৯১০২	আছে	আছে	আছে	১৬৬০৬	৫২৭০৫
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	২৩৭	আছে	আছে	নাই	১৩৪	১০১
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১২৩	-
নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর	২২০	আছে	আছে	আছে	৭৩	৪৭
নিমিউ এন্ড টিসি	২৯	আছে	আছে	নাই	১০	২০
টেমো	০৭	আছে	আছে	আছে	০৩	০১
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	৩৪	আছে	-	-	২২	১২
মোট	৫৯৭৬৫				১৭১০১	৫২৯৫৮

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি তালিকা:

- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ, আইন, ২০২২' প্রণীত।
- স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০১৯ আইনের খসড়ার পর্যালোচনা সভায় আরও কিছু সংশোধনী আনা হলে সংশোধনপূর্বক মাননীয় মন্ত্রীর অবলোকনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক চূড়ান্ত অবলোকনের পর খসড়া আইনটি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি কর্তৃক গত ০৬ জুন মহান জাতীয় সংসদে "ঔষধ ও কসমেটিকস বিল,২০২৩" উপস্থাপন করা হয়েছে। বিলটি বিশদভাবে পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য একাদশ জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে দেওয়া হয়েছে। ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে ৭ সেপ্টেম্বর পাস হয়েছে।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

মানবসম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১. গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪০তম (বিশেষ) বিসিএস এর মাধ্যমে ১১১ জন চিকিৎসককে সহকারি সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরিচালক পদে ২৫ জনকে, সিনিয়র স্কেল (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে ৫৫৩ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বিসিএস ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের ৬৬৪ জন কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষিকভাবে ৪র্থ গ্রেড প্রদান, ৩৮৬ জনকে প্রকল্পে নিয়োগপূর্বক পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্তররিত, নিয়মিত ও স্থায়ীকৃত চিকিৎসকদের ক্যাডারভূক্তিকরণ, ৫৬৬ জন বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।
২. গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭৭ জনকে অধ্যাপক পদে এবং ১৪৯ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে, ৪৩৩ জনকে সহকারি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
৩. ২৩০ জনকে সিনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

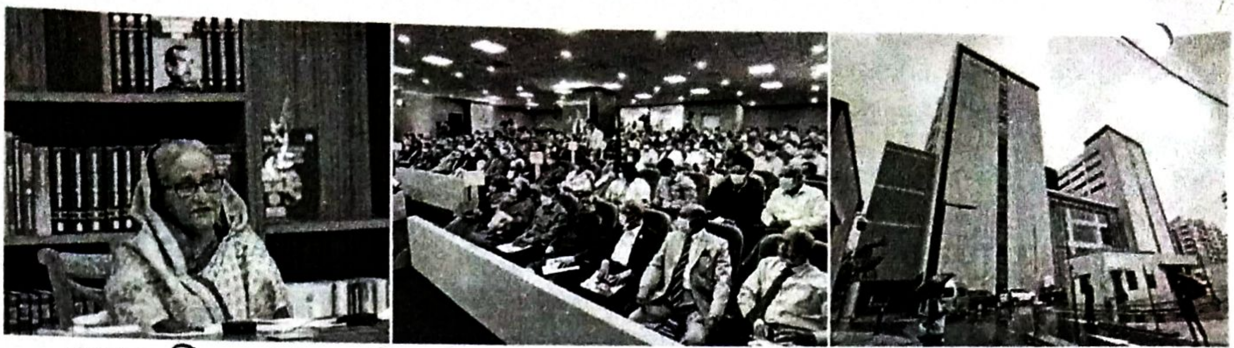

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর 'সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল' ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন (বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)।-পিআইডি

৪. স্বাস্থ্যখাত শক্তিশালীকরণে ৯ম গ্রেড ব্যতিত অন্যান্য গ্রেডে ৩৪টি ক্যাডার পদ এবং ৯ম গ্রেডে ১০৩টি ক্যাডার পদ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ম শ্রেণীর নার্সিং ১টি, ২য় শ্রেণীর নার্সিং ৭৫, ২য় শ্রেণীর নন-নার্সিং ৫টি, ৩য় শ্রেণীর মেডি: ২৩টি, ৩য় শ্রেণীর ৩৭টি, ৪র্থ শ্রেণীর ৫৪টি মোট ৩৩২টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

৫. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

৬. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/হাসপাতালে ১২৮০৭ জন আউটসোর্সিং সেবা কর্মীর সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

৭. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে ৩ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৮. পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলার টিয়ারখালী ২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে,

৯. সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট সাদীপুর ইউনিয়ন তানিম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

১০. ১৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১১. ২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১২. খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৩. চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ১৩১৩ হতে ২২০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৪. জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৬৭০ হতে ৮৭০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৫. শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৮৫০ হতে ১৩৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৬. ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ হতে ১০০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালকে ৪৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিসঃ

১৮. সাধারণ জনগণের চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালসমূহে ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিস কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে উপজেলা, জেলা ও টারশিয়ারী পর্যায়ে ইতোমধ্যে ১৮৩ টি হাসপাতালে এ সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আগস্ট, ২০২৩ সালের মধ্যে সকল সরকারি হাসপাতালকে ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিসের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৯. ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিস নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইউজার ফি নির্ধারণ:

২০. অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের নিম্নোক্ত ১৭ (সতের) টি নতুন পরীক্ষার ইউজার ফি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্র:নং	পরীক্ষা (Immunophenotyping)	প্রস্তাবিত ফি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ফি
	মুদ্রা/ইউনিট	(টাকা)	(টাকা)
০১.	Immunophenotyping (Acute Leukaemia Panel)	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০
০২.	Immunophenotyping (LPD & others Panel)	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০
০৩.	Immunophenotyping (CLL Panel)	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০
০৪.	Immunophenotyping (Lymphoma Panel)	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০
০৫.	Immunophenotyping (Multiple myeloma Panel)	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০
০৬.	Immunophenotyping (MDS Panel)	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০
০৭	Immunophenotyping (MRD for AML Panel)	৫০০০.০০	৫০০০.০০
০৮.	Immunophenotyping (MRD for B-All Panel)	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০
০৯.	Immunophenotyping (MRD for T-All Panel)	৪০০০.০০	৪০০০.০০
১০.	Immunophenotyping (Follow-up any ৪ marker)	২০০০.০০	২০০০.০০
১১.	Immunophenotyping (MPO/cCD৭৯a/cCD৩/CD৪৫)	২০০০.০০	২০০০.০০
১২.	Immunophenotyping (PNH Panel)	৬০০০.০০	৬০০০.০০
১৩.	Immunophenotyping (Stem cell enumeration)	২৫০০.০০	২৫০০.০০
১৪.	Stem cell Apheresis (শুধুমাত্র Procedure এর মূল্য Kit আলাদা ক্রয় করতে হবে)	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০
১৫.	Stem cell Apheresis (Procedure এর মূল্য ও Kit এর মূল্য)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০
১৬.	Therapeutic Leucopheresis (শুধু Procedure এর মূল্য Kit আলাদা ক্রয় করতে হবে)	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০
১৭.	Therapeutic Leucopheresis (Procedure এর মূল্য ও Kit এর মূল্য)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০

স্থানীয়ভাবে ঔষধ ক্রয়:

২১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ইডিসিএল হতে সরবরাহকৃত (১) Inj. Ceftazidime (১ gm) e D.WeD/S. (২)Inj. Ceftriaxone ১gm e D/S e D/W (৩)Inj. Ceftriaxone ২ gm e D/S e D/W (৪)Inj. Cefuroxime ৭৫০ mg e D/W e D/ (৫)Inj. Ketorolac Tromethamine- (৩০ mg) (৬)Inj. Meropenem- (১ gm) e D/W e DS (৭)Inj. Omeprazole (৪০ mg) D/W (৮)Inj. Ondaserton (৮mg) (৯)Inj. Esomeprazole (৪০ mg) (১০)Cap. Omeprazole ২০ mg (১১)Tab. Montelukast (১০ mg) ঔষধসমূহ পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ যথাযথ অনুসরণপূর্বক স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান।

হাসপাতালের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন:

২২. সিএমএসডি কর্তৃক ক্রয়কৃত High Flow Nasal Cannula (HFNC) স্থাপনজনিত কারণে বিল প্রদানে জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন। .

২৩. সকল সরকারি হাসপাতালের ভবন, যন্ত্রপাতি, জনবল, পরিচ্ছন্নতা, রোগী ব্যবস্থাপনা, দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ, জনসংযোগসহ অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যমান/উদ্ভূত সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের নিমিত্ত ক্যাটাগরি ভিত্তিক দায়িত্ব অর্পণপূর্বক কার্যপরিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন।

২৪. সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এমএসআর সামগ্রী/লিলেন সামগ্রী/চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে অন্যান্য) অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি পুনর্গঠন।

২৫. সিএমএসডি'র অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় জিওবি (উন্নয়ন) অর্থায়নে ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে Procurement of Non-Consulting Services (Transport) ক্রয়ের নিমিত্ত ০৭ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান।

২৬. সরকারি হাসপাতালসমূহে শয্যা সংখ্যার তুলনায় বেশি ভর্তিকৃত রোগীর বাড়তি খাদ্য কিভাবে দেওয়া যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য কমিটি গঠন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

২৭. 'মহান' স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ০৫ জুন, ২০২৩ তারিখে সমঝোতা স্মারক-২০২৩ স্বাক্ষরিত হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

২৮. বেলজিয়ান Bordet Cancer Institute কর্তৃক প্রস্তাবিত Cancer Care and Research সংক্রান্ত খসড়া সমঝোতা স্মারকের উপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রেরিত মতামত/প্রস্তাবনা সম্বলিত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ফরমেটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২৯. একটি স্মার্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দেশের সকল সরকারি হাসপাতালকে চলতি বছরেই Automation এর আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যে ৫০টি হাসপাতাল উক্ত প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে, a২i কে অন্তর্ভুক্ত করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩০. দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চক্ষু সেবা নিশ্চিতে ইতোমধ্যে ১৩৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি ভিশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, ৬৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপনের কাজ চলছে এবং অবশিষ্ট উপজেলায় পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি ভিশন স্থাপন করা হবে।

৩১. ৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্যালিয়েটিভ কেয়ার চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হবে।

৩২. প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালুকরণ।

৩৩. সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও জনবান্ধব করাসহ অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ।

৩৪. হাসপাতালসমূহে জনবলের উপিস্থিতি, যন্ত্রপাতির হালনাগাদ তথ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সেবার মান ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনলাইন মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৫. কোভিড প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে পবিত্র হজ্ব পালন শেষে দেশে আগত হাজীগণের বিমানবন্দরে কোভিড টেস্ট নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৩৬. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তা নিরসন এবং স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক মান বৃদ্ধিকল্পে দেশের সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালসমূহের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জন/উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবীক্ষণ ও অবহিতকরণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করে পরিপত্র জারি।

৩৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের মেইন গেইট বা সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত ৬X৪ সাইজের বিল বোর্ডে স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমতি প্রদান।

৩৮. আর্মি মেডিকেল কলেজ রংপুর সেনানিবাস এর নিজস্ব হাসপাতাল না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লিনিক্যাল ক্লাস ও ইন্টার্নশীপ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ), রংপুরে পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্তঃ

৩৯. ২০২২-২০২৩ সালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১-৯ গ্রেডের ১ জন, ১০-১৬ গ্রেডের ১ জন, ১৭-২০ গ্রেডের ১ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর হতে ১ জনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন

৪০. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের "আইন শাখার সমস্ত নথির লোকেশন সহজে ও দ্রুত চিহ্নিতকরণ" সফটওয়্যারটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশন হিসেবে মনোনীত হয়েছে। সফটওয়্যারটি সকল শাখায় পর্যায়ক্রমে রেপ্লিকেশন করা হচ্ছে।

ভ্যাকসিন প্রাপ্তি ও প্রদান : (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

৪১. মোট ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে: ৩০ কোটি ৭৯ লক্ষ ২১ হাজার ৯০০ ডোজ (অ্যাস্ট্রাজেনেকা ৫০৬৭৫১১০, ফাইজার ৬৬৬৪৪৪৪০, সিনোফার্ম ১১৪১৭৮০০০, মডার্না ১৫৭৮১৫৬০, সিনোভ্যাক ৬০৪৬৫০৪০, জনসন ৬৭৯৭৫০);

৪২. মোট টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে: ৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৫৪ ডোজ (১ম ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৫ কোটি ০৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৮০ ২য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৪ কোটি ১২ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৩০, ১ম বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ১৭ হাজার ০৩২, ২য় বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৪ লক্ষ ০৬ হাজার ৫৩২)। ১২-১৭ বছরের শিশুদের ১ম ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৭৪,১৪,৩৩৬ এবং ২য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬২,৫৬,৪৪১। ৫-১১ বছরের শিশুদের ১ম ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৯২,৮১,৯৫৬ এবং ২য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৫৭,৬১,৮৮৫।

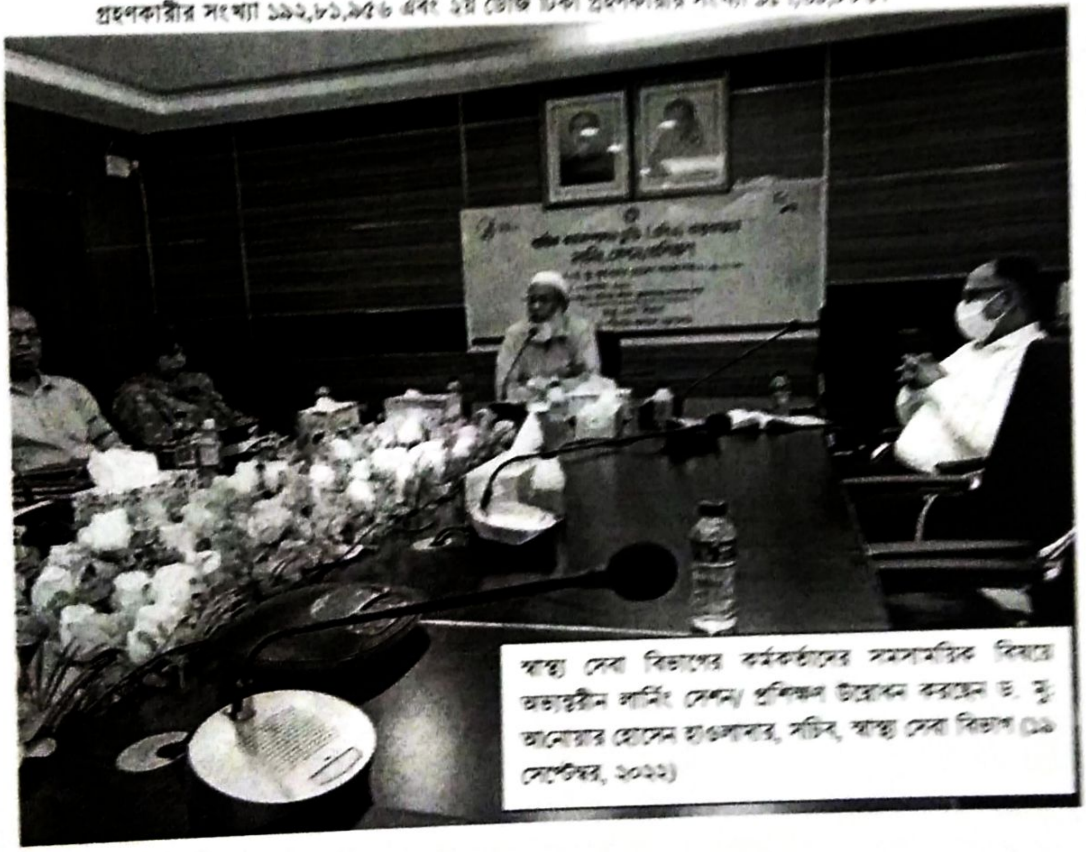

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের সমসাময়িক বিষয়ে অভ্যন্তরীণ লার্নিং সেশন/ প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করছেন ড. মু আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২)

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪৩. বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসেবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪৪. ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৫. পবিত্র ঈদ-উল আযহা ২০২৩ উপলক্ষে পশুর হাট ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নিমিত্ত নির্দেশিকা/ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪৬. দুর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪৭. জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ/স্কুলে ডাক্তার সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।

৪৮. জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ জাকজমকভাবে পালিত হয়েছে;

৪৯. শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপি ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন (২ রাউন্ড) সফলভাবে পালন করা হয়েছে।

৫০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের SUN (Scaling Up Nutrition) Movement এর একজন স্বাক্ষরদাতা ও ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের জনগণের পুষ্টি উন্নয়নে সংস্থাটির আমন্ত্রণে বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত পরামর্শ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৫১. স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি গঠনসহ অন্যান্য কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

অবকাঠামো ও মেরামত সংক্রান্ত

৫২. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধদিপ্তরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিএফডি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বরাদ্দ ১০২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বাজেটের বিপরীতে ৮৬২৮৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে। অর্জিত অগ্রগতি ৮৪.১৮%।

৫৩. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধদিপ্তরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা-৮২টি।

৫৪. গোপালগঞ্জের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫৫. কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর, রংপুর জেলার হারাগাছ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

৫৬. যশোর জেলার চৌগাছা, জামারপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

৫৭. ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ভৈরবা বাজার ২০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিমার্ণ করা হয়েছে। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পুন:নির্মাণ করা হয়েছে।

৫৮. রাজশাহী জেলার সিভিল সার্জন অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

৫৯. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬০. নরসিংদী জেলার মনোহরদী, নড়াইল জেলার লোহাগড়া, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিদ্যমান পুরাতন হাসপাতালের পুন:নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬১. ঢাকার মহাখালীতে কেন্দ্রীয় পন্যাগার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬২. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০৮টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬৩. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ০৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ'র উদ্বোধন করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন (বুধবার, ১০ মে ২০২৩)।-পিআইডি

শৃংখলা সংক্রান্ত:

৬৪. জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩৬৯টি, রুজুকৃত বিভাগীয় নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা: ৫৫টি এবং চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা: ৩৬৯টি।

প্রকল্প সংক্রান্ত :

৬৫. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২১টি অপারেশনাল প্ল্যান এবং ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬৬. প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৯৭৯০.৯৬ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ৬৬৮৫.৯৩ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার ৬৮.২৯%।

৬৭. ৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে: (১) ৫টি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর) বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিট স্থাপন; (২) ১৫টি সরকারি হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং (৩) এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড, মানিকগঞ্জ প্ল্যান্ট স্থাপন।

৬৮. ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে:

(১) শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট (২য় সংশোধিত)

(২) শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত)

(৩) আই হেলথ প্রোমোশন এন্ড প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেস ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)

(৪) স্কেলিং আপ এন ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারভেনশন প্যাকেজ টু রিডিউস ম্যাটারনাল এন্ড নিউনেটাল মরবিডিটি এন্ড মরটালিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)

৬৯. 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এলসি খোলার বিলম্বের কারণে প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায়নি। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র সম্মতি রয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত

৭০. গত অর্থবছরে ওপি এর আওতায় ৭৭টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এবং ২৩৭টি পুরাতন কমিউনিটি ক্লিনিক পুন:নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। সারাদেশে সর্বমোট ১৪,২৭৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে (PPD - ভারত এর অর্থায়নে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকসহ)।

৭১. বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে।

৭২. প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ০১ জন করে মোট ১৩,৮৫০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, কিছু সিএইচসিপি চাকুরি হতে অব্যাহতি, মৃত্যুবরণ ও চাকুরিচ্যুত হওয়ায় বর্তমানে ১৩,৬৬০ জন সিএইচসিপি কর্মরত আছেন।

৭৩. চালু প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪০০ টাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন রোগের মোট ২৭ প্রকার ঔষধ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ০৩ প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

অটিজম সংক্রান্ত কার্যক্রম:

৭৪. National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders ২০১৬-২০২১ এ্যাকশন প্ল্যানটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানসমুহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অটিজম ও এনডিডি সেল হতে এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের কার্যক্রম ও তদারকি ও মনিটরিং।

৭৫. ৩৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। তন্মধ্যে ৩৪টিতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু রয়েছে। কার্যক্রম চালু আছে।

৭৬. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি ও সমন্বয় সাধন।

৭৭. অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর উপস্থিতিতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের ১টি এবং টেকনিক্যাল টাস্ক টিমের (টিটিটি) ০২টি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ ও নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন।

কোভিড সংক্রান্ত কার্যক্রম:

৭৮. কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৭ মার্চ ২০২০ ইং তারিখে **"National Preparedness and Response Plan (NPRP) for COVID-২০১৯"** প্রস্তুত করা হয় যা গত ৩০ শে জুলাই কিছুটা সংশোধন করে **"Bangladesh Preparedness and Response Plan (BPRP)** তৈরি করা হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৭৯. চলমান বৈশ্বিক করোনা মহামারিজনিত বর্তমান ও আসন্ন শীতকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ, নিয়মিত কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং বাংলাদেশ প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্লান (বিপিআরপি)তে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয়ের নিমিত্তে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কমিটি পুনর্গঠিত করে, নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে।

১। কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সার্বিক সমন্বয় (কোর) কমিটি

২। কোভিড-১৯ রোগ নির্ণয় ও ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি

৩। কোভিড-১৯ রোগতাত্ত্বিক ও জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম বিষয়ক কমিটি

৪। কোভিড-১৯ হাসপাতাল ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি

৫। কোভিড-১৯ গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক কমিটি

৬। অত্যাবশ্যকীয় সেবা ব্যবস্থাপনা কমিটি

৮০. সারা দেশের পয়েন্ট অফ এন্ট্রিসমূহ যথা বিমান/স্থল/নৌবন্দরসমূহে গত ২১.০১.২০ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৭০,৬৮,৬৭১ জন যাত্রীকে স্ক্রীনিং করা হয়েছে।

৮১. ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৪,৮৭,৩০২ জনকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইন ১৩,৬৬,৯১৭ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন ১২০,৩৪৫ জন।

৮২. সারা দেশে কোভিড ডেডিকেটেট হাসপাতালগুলিতে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ৮৫১টি শয্যা এবং ১,১৮৫টি আইসিইউ আছে। এর মধ্যে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১২,৮৪৬টি শয্যা ও ১১৭০টি আইসিইউ খালি আছে। সারাদেশে মোট ৬৯৫টি এইচডিইউ আছে তারমধ্যে বর্তমানে ৬৬৫টি খালি আছে।

৮৩. বর্তমানে সারা দেশে মোট ২০৪৮টি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, ২৯,৫৬৩টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ২,৪৭৭টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহ করা হয়েছে।

৮৪. কোভিড-১৯ এর উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালগুলিতে ১২০টি সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাইএর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮৫. কোভিড-১৯ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন হালনাগাদের লক্ষ্যে ১০ম সংস্করণের কাজ শেষ হয়েছে। এবং এই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৮৬. মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান। হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। এপর্যন্ত মোট ৩,৭১,৩৪,২৬৪ জন ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৮৭. ১৬২টি আরটি পিসিআর পরীক্ষাগারে এপর্যন্ত ১৩৬,৩০,০৯১ টি আরটি পিসিআর টেস্ট, ৫৭টি জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে **১৫৫,০৪৯** জন এবং ৬৬৬ টি কোভিড-১৯ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট সেন্টারের মাধ্যমে ১৭,৫২,৬৯৫ জন সহ সর্বমোট ১৫৫,৩৭,৮৩৫ জনের কোভিড-১৯ টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধন করেন (সোমবার, ১৯ জুন ২০২৩)।-পিআইডি

৮৮. জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা বার্তা, টিভিসি ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝুঁকি সংযোগ ও জনসচেতনতামূলক বার্তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইইডিসিআরএর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৮৯. শেখ রাসেল স্ক্যানু সম্প্রসারণ- দেশের ৫০টি জেলায় ৫৯টি শেখ রাসেল স্ক্যানু পরিচালিত হচ্ছে।

৯০. ৩৫টি শিশু বিকাল কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত প্রায় ৫৬১৭২ জন শিশুকে ১৬০২৭৮ সংখ্যক বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ইপিআই প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

৯১. এগারটি জেলায় ই পি আই স্টোর নির্মাণ ও সংস্কার স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ২০২৩ সালে ই পি আই ম্যানেজমেন্ট ও মাইক্রোপ্লান অনুযায়ী হার্ড টু রিচের তালিকা চুড়ান্ত করা হয়েছে।জানুয়ারি ২০২৩ ইং ই পি আই কার্যক্রমকে জোরদার করণের লক্ষে AEFI ইনভেস্টিগেশন কমিটি মেম্বারদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়েছে। ডিজিজ সার্ভেইল্যান্স ফোকাল পারসোন এবং নতুন মেডীকেল অফিসারদের জন্য AFP, Measles and VPD surveillance বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়েছে।

ম্যাটারনাল হেলথ্ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

৯২. **জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রমের** আওতায় বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সরকারি অর্থায়নে জেলা পর্যায়ের ৩৬৯১ জনকে MPDSR, ANC & PNC Guideline, AMTSL Care, MPDSR, Labor Room Protocol সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

৯৩. ডিএসএফ মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমে ৫৫টি উপজেলার মোট ৮৮,৩৩৩ জন হতদরিদ্র মায়েদের এএনসি- ১, ২ ও ৩, নিরাপদ প্রসব সেবা এবং পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৯৪. তৃনমূল পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় পর্যায়ে ২২ জনকে ও জেলা পর্যায়ে ৫২৮ জনকে কমিউনিটি স্কীলড্ বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯৫. মাতৃমৃত্যু হ্রাসে পিপিএইচ ও একলাম্পসিয়া প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহন জোরদারকরণে মাঠ পর্যায়ে প্রচারনা কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

৯৬. ই-ট্রেকিং এর মাধ্যমে মহিলাদের রেজিস্টেশন ও পরবর্তী সেবাসমূহ মনিটরিংকরা হচ্ছে।

ন্যাশনাল নিউবর্ন হেলথ প্রোগাম (এনএনএইচপি) এবং আইএমসিআই প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

৯৭. কম জন্ম ওজন/অপরিণত জন্ম নেয়া শিশুদের জন্য চলমান কাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC) সেবা কার্যক্রমটি পূর্বের ২১৭টি ফ্যাসিলিটির সাথে নতুন ১০৫টি স্বাস্থ্য স্থাপনায় চালু করা হয়েছে। এছাড়াও অসুস্থ নবজাতকের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার সরবরাহ সাপেক্ষে Newborn Stabilizing Unit (NSU) কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

৯৮. অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনসিডি কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে ইনসুলিন এবং গ্লুকোমিটার ট্রিপ সরবরাহ করা হয়েছে।

৯৯. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণা ও দিবস পালনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ পরিমাপের জন্য প্রতিটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিজিটাল আর্মড ইন ব্লাড প্রেসার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ১২টি গবেষণা ও ১১ টি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

কমিউনেকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১০০. লিটল ডক্টর কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ৫-১৬ বছর বয়সী ৪ কোটি শিশুকে বছরে ২ বার কৃমি নাশক ঔষধ সেবন সম্পন্ন হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নতুন কালাজ্বরের রোগী সনাক্তকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং কালাজ্বর কার্যক্রম শুরুর সময় রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৮৬৫ জন আর বর্তমানে কালাজ্বর রোগীর সংখ্যা ১৪৪ জন।

১০১. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর ও নৌবন্দরসমুহে মোট ০৭টি ডিজিটাল থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে ও বিভিন্ন পয়েন্টস অব এন্ট্রিতে ২৩০টি হ্যান্ড হেল্ড থার্মোমিটার প্রদান করা হয়েছে।

১০২. ৩৩ জেলায় ৫ হাজার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের তিন ডোজ হেপাটাইটিস-বি এর টিকা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ৫টি এলাকায় প্রায় ২৪ লক্ষ কলেরা টিকা প্রদান করা হয়েছে যা দেশের সর্ব বৃহৎ কলেরা টীকা কার্যক্রম। এছাড়াও ভাসান চরে বসবাসরত ১ লক্ষ এফডিএমএন জনগোষ্ঠীকে কলেরা টীকা প্রদান করা হয়েছে।

১০৩. সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালন সহ জলাতঙ্ক নির্মূলে ১৪টি জেলায় ৪০টি উপজেলায় প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার কুকুরকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং সারাদেশে ৩১৫,২৮৩ জনকে এআরভি (ARV) টিকা প্রদান করা হয়েছে।

১০৪. ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে এডিস মশার সার্ভে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট এ সম্পন্ন হয়েছে ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে ও ডেঙ্গু গাইড লাইন আপডেট করা হয়েছে।

১০৫. ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কীটনাশকযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী মশারী বিতরণ করা হয়েছে ও সকল জায়গায় এন্টি ম্যালেরিয়াল ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে ও ম্যালেরিয়াতে প্রি ও পোস্ট মনসুন এনোফিলিস মশার সার্ভে পার্বত্য চট্টগ্রামে করা হয়েছে।

১০৬. খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ সমুহ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০৭. ডায়রিয়া প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে ১ লক্ষের বেশি কলেরা স্যালাইন সরবরাহ করা হয়েছে ও ১০ লক্ষের অধিক পানি বিশুদ্ধকরন ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

১০৮. এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে। দেশের ৬টি মাইক্রোবায়োলজী ল্যাবরেটরিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে।

১০৯. হজ কার্যক্রমে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হজ যাত্রীকে ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) ও মেনিনগোকক্কাল (Meningococcal) ভ্যাকসিন ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

১১০. সিডিসির অর্থায়নে আইইডিসিআর এর ১০ তলা ভবন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও বিএসএল লেভেল ৩ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১১১. সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি এর আওতায় ২০১৭-২২ মেয়াদে জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস) শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্লান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১১২. মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪১০টি Severe Acute Malnutrition (SAM) ইউনিট এ কার্যক্রম চালু আছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টিরোধ করার জন্য ৪১২টি Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে।

১১৩. জাতীয় পুষ্টি সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন ২৩-২৪ এপ্রিল সারাদেশব্যাপী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় মৎস্য ও প্রানীজ সম্পদ মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

১১৪. জাতীয় ভিটামিন 'এ+' ক্যাম্পইেন উদযাপন: ২ কোটি অনুর্ধ ৫ বয়সের শিশুর প্রায় সবাইকে বছরে ৬ মাস অন্তর অন্তর ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে।

১১৫. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুদের অভিভাবকদের ৬ মাস বয়সের পর থেকে ঘরে তৈরী উপযুক্ত পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর কৌশল ও প্রস্তুতপ্রনালীর উপর গ্রাম পর্যায়ে মায়েদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১৬. ৪৯৫টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদেরকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য Severe Acute Malnutrition (SAM) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১১৭. লাইফস্টাইল এবং হেলথ এডুকেশন ও প্রমোশন অপারেশনাল প্লানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোভিড-১৯ সহ ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া এবং নিপাহ রোগ প্রতিরোধ ও করণীয় বিষয়ক স্বাস্থ্য বার্তা এবং কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।

১১৮. ৭৪৫টি ব্যাচে ৪০০৯৬ জন অংশগ্রহণকারীকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার/এডভোকেসীর সভার মাধ্যমে এওয়ারনেস প্রদান করা হয়েছে।

১১৯. জনগণকে স্বাস্থ্য বার্তা প্রদানের নিমিত্তে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ১১টি বিলবোর্ডে স্বাস্থ্য বার্তা সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক ৯টি স্বাস্থ্য সেবা প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন এসবিসিসি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২০. স্বাস্থ্য বার্তা সম্বলিত ৭ লক্ষ ২০ হাজার পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৬৪টি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল আই কেয়ার সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১২১. ১৩টি বেইজ সেন্টার ও ২০০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি ভিশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

১২২. ৩২টি মেগা আই ক্যাম্পের আওতায় ৮৫,৯৫৫ জন রোগকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান ৬,৭৫৬ রোগীকে লেন্স সংযোজনসহ ছানি অপারেশন এবং ২২,৬১৩ জন রোগীকে রিডিং গ্লাস প্রদান করা হয়েছে।

১২৩. জেলা পর্যায়ের হতদরিদ্র চক্ষু রোগিদের আওতায় ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং আওতায় ৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রামে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৮,২৬৫ জন হতদরিদ্র রোগীদের এই সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১২৪. ছানিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে মেগা আই ক্যাম্প পরিচালনা সহ, গ্লুকোমা ও ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথী স্ক্যানিং ক্যাম্প এর মাধ্যমে ১৭৫৪ জন গ্লুকোমা ও ১৫৭৮ জন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথী রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১২৫. স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৫৫টি বিদ্যালয়ের ১৩,৯৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ও ঔধধ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ৫৩১ টি চশমা প্রদান করা হয়েছে।

১২৬. Nationwide blindness survey কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

উপজেলা হেলথ সিস্টেম ও রেফারেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১২৭. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি, এমএসআর ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। যেমন: ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত এক্সরে মেশিন-১১৫টি, ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত আলট্রাসনোগ্রাম-২৩৩টি, ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত ইসিজি মেশিন-১৭৫টি, ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত সেমি-অটো এ্যানালাইজার-২১৬টি, ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত হট এয়ার স্টেরিলাইজার-৫১ টি, ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত ব্লাড ব্যাংক রেফ্রিজারেটর- ৪৫ টি, ২০১৭-২৩ সাল পর্যন্ত ডায়াথার্মি মে শিন- ১৫৬টি , ২০ ১ ৭-২৩ সাল পর্যন্ত ফিটাল ডপলার- ২০টি, ২০১৭-২০২৩ সাল (৩০ জুন) পর্যন্ত আইপিএস- ২০টি ক্রয় করা হয়েছে।

১২৮. আউটসোসিং পদ্ধতিতে নিয়োগকৃত ৪৯০ জন ইউএইচএফপিও এর ড্রাইভারদের বেতন ও ওভারটাইম প্রদান করা হযেছে।

১২৯. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৭ প্রকার ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী সরবরাহ করা হযেছে যেমন বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ, ব্লাড কালেকশান মনিটর, প্লেটিলেটর ইনকিউবেটার, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, ড্রাইং ওভেন ইত্যাদি ক্রয় ও সরবরাহ করা হযেছে।

১৩০. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর জন্য আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) ২৭০০ রেফারেল গাইড লাইন ৪৮০০, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইড ৩৮০০টি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১৫০০ টি বই মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে।

১৩১. ৪৩০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪২ প্রকার ঔষধ ও এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৩২. ৩৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান সম্মত ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট পিট নির্মান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩৩. ৪০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও তদনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কর্মরত ৪৭৬৫ জন কর্মীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

১৩৪. মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা তৈরির জন্য অডিও-ভিজুয়াল গান, ভিডিও ডকুমেন্টারি, বিলবোর্ড, পোস্টার এবং লিফলেট তৈরি এবং বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

ট্রাইবাল হেলথঃ

১৩৫. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৭০টি উপজেলায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে প্রয়োজনীয় এমএসআর (৩৭ রকম) সরবরাহ করা হয়েছে।

১৩৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধ্যুষিত ৭০টি উপজেলায় পাহাড়ী ও সমতল এলাকা) স্থানীয় পর্যায়ে ডাক্তার, স্যাকমো, ফার্মাসিস্ট ও সহায়ক কর্মী সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমের মাধ্যমে ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীসহ ৭৫০টি মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে।

আরবান হেলথ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৩৭. বস্তিবাসী, গার্মেন্টস কর্মী ও ভ্রাম্যমান জনগণের নিকট প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর লক্ষে ঢাকা সহ ৭টি বিভাগীয় শহরে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ডাক্তার, প্যারামেডিক, ফার্মাসিষ্ট ও অন্যান্য সহযোগী কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার পূর্বক ১৫০টি মেডিকেল ক্যাম্প সিভিল সার্জন মহোদয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকায় নিপসম অডিটোরিয়ামে ছোট শিশুদের ভিটামিন খাইয়ে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২৩ এর উদ্বোধন করেন (সোমবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।-পিআইডি।

প্রকিউরমেন্ট ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৩৮. **৪২০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে** ৩৬ আইটেমের (ইডিসিএল) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ১২৮৭ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৬ আইটেমের (ইডিসিএল) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ৪৪৮ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪০ আইটেমের (ইমারজেন্সি বিভাগ) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ৪৫০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩৫ আইটেমের (ইডিসিএল বহির্ভূ ৩) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ১২২৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৩ আইটেমের (ইডিসিএল) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ৪০০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩৫ আইটেমের (ইডিসিএল বহির্ভূ ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ৮টি (আরবান হেলথ) সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ৩৩ আইটেমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

১৩৯. ৭০ টি (ট্রাইবাল হেলথ) সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ৩৩ আইটেমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ৭০ টি (ট্রাইবাল হেলথ) উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৪ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪০. ৩৬টি (আরবান হেলথ) আরবান ডিসপেনসারি/সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২৬ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। ১৬ টি আরবান ডিসপেনসারিতে ১১ আইটেমের মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪১. ৪২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। ১০০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (ইমারজেন্সি বিভাগ) ৯টি আইটেমের ফার্নিচার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। ৪২ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৯ আইটেমের ফার্নিচার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

সুপারভিশন মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৪২. ৮ টি বিভাগীয় পর্যায়ে সুপারভিশন ও মনিটরিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত ৩২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরাসরি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।

টিবি লেপ্রসি সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৪৩. সনাক্তকৃত সবধরনের যক্ষ্মারোগীর মধ্যে পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসাপ্রাপ্ত (Enrolled) ২,৮৫,৫৪২ জন। ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ১৩০১। নতুন Diagnostic technologies-Gene Xpert Machine, LPA Machine, Digital X-ray Machine এবং অন্যান্য equipment এর সাহায্যে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ঃ

I. জিন এক্সপার্ট মেশিন- ৫৮৮টি
II. মাইক্রোস্কোপ ZN ৭৭ এবং LED ৯৯৫ = ১,৭০২ টি
III. ট্রু-নাট মেশিন-৩৮ (১১২টি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে)
IV. এক্স-রে মেশিন ২২৬
V. এলপিএ মেশিন- ৪

১৪৪. জিন এক্সপার্ট কার্টিজ রিএজেন্ট, এক্স-রে ফিল্ম এবং অন্যান্য সামগ্রী নিশ্চিত করণ

a. জিন এক্সপার্ট কার্টিজ – ৭,৫০,০০০
b. এক্স-রে ফিল্ম- ৩৫,০০০

১৪৫. ৫টি রিসার্চ করা হয়েছে।

১৪৬. যক্ষ্মা প্রতিরোধী চিকিৎসা TB Preventive Therapy (TPT) এর আওতায় আনা (সকল বয়সী) ১,৭৫,৫২৬ জন

১৪৭. TB/HIV Collaboration –সকল যক্ষ্মারোগীকে এইচআইভি পরীক্ষা করা ৪১,৭৯৬ জন।

১৪৮. ৪৯৫ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ র‍্যাপিড এন্টিজেন কিটের মাধ্যমে কোভিড পরীক্ষা করা হয়

১৪৯. সনাক্তকৃত কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২৯৮৮। প্রাথমিক কুষ্ঠ রোগী সনাক্তকরনের জন্য একটিভ কেস সার্চ ৮৮। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের ওরিয়েন্টশন ৪২। কুষ্ঠরোগ অক্ষমতা ব্যবস্থাপনার উপর ৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৫০. সম্ভাব্য এইচআইভি/ এইডস আক্রান্তদের টেস্টিং এর মাধ্যমে ৯৪৭ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। ৮২৬ জনকে এইডস আক্রান্তদের এআরটি চিকিৎসাসেবায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং চিকিৎসা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ৫০০০ জন সমকর্মী/ এমএসএম ও হিজড়া ও তাদের ক্লায়েন্টদের মধ্যে এসটিআই ও এইচআইভি প্রতিরোধ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৫১. দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় । বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৫৭ টি দেশে ঔষধ রপ্তানী হচ্ছে ।

১৫২. ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণঃ ঔষধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর National Control Laboratory এর Drug Testing wing Ges Vaccine Testing Wing এর অবকাঠামো উন্নীত এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করেছে এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে উক্ত ল্যাবরেটরী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা (ANAB, ISO) কর্তৃক এক্রিডিটেশন সনদপ্রাপ্ত হয়েছে ।

১৫৩. বিদ্যমান ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নরূপঃ পূর্বে Vaccine এর Physico-Chemical Test, Sterility ও Endotoxin Test হতো। বর্মানে পূর্বের Test সহ Identification ও Potency Test (IN Vivo & In Vitro) Test করা হচ্ছে।

১৫৪. Vaccine wing Bangladesh Accreditation Board (BAB) কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৫৫. Drug Wing WHO-Prequalified ও ISO-১৭০২৫ সনদ প্রাপ্ত।

১৫৬. বিগত ১৩মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ মাননীয় সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মহোদয়ের সানুগ্রহে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে Medical Device (Mask, Gloves ও Gown) পরীক্ষা উদ্বোধন করেন।

১৫৭. ২ জন Assistant Chemist ও ২ জন Assistant Bacteriologist নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। Screening Test of Dugs এর জন্য কক্সবাজার জেলাসহ সকল বিভাগীয় শহরে Minilab স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত Testকরতঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত ৪th HPNSP-ভুক্ত Strengthening of Drug Administration & Management (SDAM) ওপিতে Establishment of a New Drug Testing Laboratories for Traditional Medicine নামীয় কম্পোনেন্ট অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উক্ত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য বর্ণিত ওপিতে মোট ৪৭ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

১৫৮. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ৭ম ও ৮ম তলায় Traditional Laboratory স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফার্নিচার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। যন্ত্রপাতি Installation করা হচ্ছে।

১৫৯. আমদানির নিমিত্তে মোট ৮০৬ ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। ঔষধ রপ্তানির নিমিত্তে মোট ৬২৭৩টি সিপিপি/এফএসসি/ফরম ১০ এ/জিএমপি সনদ ইস্যু করা হয়েছে। মোট ৯৭৯৪টি ব্লকলিস্ট অনুমোদন করা হয়েছে। মোট ১০০৭টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইসের ইনডেন্ট/প্রোফরমা ইনভয়েস অনুমোদন করা হয়েছে। মেটি ২৮০৩টি ঔষধের মূল্য সনদ প্রদান করা হয়েছে। মোট ২৮টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটোকল এর অনুমোদন করা হয়েছে। মোট ১৮টি নতুন ঔষধ শিল্প প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

১৬০. ঔষধের কাঁচামাল/তৈরী ঔষধ/রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড/রিএজেন্ট আমদানির নিমিত্তে মোট ২১১৮টি এনওসি প্রদান করা হয়েছে। দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে মোট ১৯৭৫টি ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। মোট ১৪৮ টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। মোট ৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। মোট ২৪টির ঔষধের রেজিস্ট্রেশন সাময়িক বাতিল করা হয়েছে। মোট ৮৮৩০ টি ফার্মেসীর অনুকূলে নতুন খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

১৬১. মোট ৪১৩৪৪ টি ফার্মেসীর ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। মোট ১০৫৭টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনকারীর কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। মোট ৫৯০৩৯ টি ফার্মেসী পরিদর্শন করা হয়েছে। মোট ২২৬৯ টি মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের করে মোট ৩,২৪,০৫,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়েরের সংখ্যা ২৮০ টি এবং ড্রাগ কোর্টে মামলা দায়েরের সংখ্যা ৫টি। ঔষধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য মোট ৫২৩৮ টি ঔষধের নমুনা উত্তোলন করা হয়েছে এবং মোট ৩৮৫৮ টি ঔষধের নমুনার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাব স্ট্যান্ডার্ড ঔষধের মেটি সংখ্যা ৭৬ টি।

১৬২. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৫০৭৪৯৫৫৫৮৫/-টাকার ঔষধ রপ্তানী করা হয়েছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারী সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১৬৩. ২৩৬৭টি শূন্য পদের বিপরীতে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান। ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সের নতুন পদ ও ৫০০০ মিডওয়াইফের নতুন পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন। ৩৫৬৬ জন নার্সকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী ২০৬ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নোতি প্রদান করা হয়েছে।

১৬৪. উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত নার্সগনের জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৬৫. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১৬৬. মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সাথে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬৭. বাংলাদেশ হতে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দক্ষ নার্স জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬৮. হাসপাতালে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধিতে মনিটরিং কার্যক্রম এবং উপজেলা পর্যায়ে মিডওয়াইফ পরিচালিত কেয়ার ইউনিটগুলোর কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১৬৯. নার্সিং সেবায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হাসপাতালে ইলেক্ট্রনিক নার্সিং ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ এবং নার্সিং কলেজসমূহে আধুনিক সিম্যুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহারিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭০. দেশের ৫ (পাঁচ) টি জেলায় (সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বান্দরবান, কক্সবাজার ও ঢাকা) মিডওয়াইফ কর্তৃক গর্ভকালীন সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সেবায় টেলি সেবা সার্ভিস কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

১৭১. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পিএমআইএস শাখা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। নব যোগদানকৃত নার্স ও মিডওয়াইফগণের পিডিএস হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সিং কর্মকর্তাদের পিএমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য গবেষনা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৭২. ১৪টি Research/Study/Survey Conducted by Health Economics Unit, Health Services Division, Ministry of Health & Family Welfare in 2022-23

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৭৩. Health Care Financing Strategy এর অধীনে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মার্চ, ২০১৬ থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) শীর্ষক পাইলট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭৪. SSK এর অধীনে টাঙ্গাইল জেলার ১১টি উপজেলার (কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর, দেলদুয়ার, ধনবাড়ী, নাগরপুর, সখিপুর, গোপালপুর, ভুয়াপুর, বাসাইল ও মির্জাপুর) দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদেরকে বিনামূল্যে অন্ত:বিভাগে ভর্তিকৃত রোগী সেবা (In-patient) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭৫. ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ আরও ৬টি জেলায় (বরগুনা, লক্ষীপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, মানিকগঞ্জ ও বরিশাল) এসএসকে পাইলটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের কাজ শুরু হচ্ছে।

১৭৬. লক্ষীপুর ও বরগুনা জেলায় সকল উপজেলায় SSK কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Scheme Operator নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যারা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করেছে। Scheme Operator তালিকাভুক্ত প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকরণ, SSK কার্ড প্রদান, Claim প্রস্তুতকরণ এবং Claim Settlement কার্যক্রম বাস্তবায়নে SSK Cell কে সহায়তা প্রদান করছে।

১৭৭. ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৭২,৩৯১ টি দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের নিবন্ধন ও তালিকাভূক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সর্বমোট ১,৫১,৪২৭ টি পরিবারকে SSK কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। SSK কার্যক্রমের আওতায় বর্ণিত উপজেলাসমূহে এ যাবত ৪৫,৬৯৬ জন রোগীর IPD চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসা সেবা বাবদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২১৭৯.১৩ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

১৭৮. বর্তমানে SSK কর্মসূচির Benefit Package এর আওতায় মোট ৭৮টি রোগের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তবে এই Benefit Package এর রোগের সংখ্যা ১১০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহায়তায় ১১০টি রোগের ক্লিনিক্যাল প্রোটোকল অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবেন।

Quality Improvement Secretariat (QIS) সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১৭৯. স্বাস্থ্য সেক্টরে মান উন্নয়ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৪টি Protocol, Guideline, Standard, Manual, Framework ইত্যাদি Tools প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৮০. প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে Standard সমূহ নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ১৬ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৮১. স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে মনিটরিং ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে Quality Improvement Committee (QIC) সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা কার্যকরি করার কাজ চলমান রয়েছে।

১৮২. '5S' ও 'Facility Level Indicator (FLI)' এর আলোকে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত অসঙ্গতি তুলে ধরে ছবিসহ রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্টদের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং অগ্রগতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম :

১৮৩. হাসপাতাল মনিটরিং কমিটিসমূহের সুপারিশের আলোকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১৫০৮টি, জেলা সদর হাসপাতালের ৪৩৬টি, বিশেষায়িত হাসপাতালের ৯৯৮টি এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৪৫২টিসহ ৫১টি আইটেমের মোট ৪৪১৪টি যন্ত্র মেরামতপূর্বক সচল করা হয়েছে। মেরামত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের কর্মকর্তাদের দ্বারা বিভাগ ভিত্তিক ৮টি স্থায়ী টিম গঠন করা হয়েছে। ৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

গাড়ি মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম :

১৮৪. ১৮৫টি মোটর (কার, জীপ ও এ্যাম্বুলেন্স) যান মেরামত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজের ৪১ জনকে ইনটার্নশীপের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ৩৭০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে।

৯.৩ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণঃ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদসৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি) ঃ কোন সমস্যা নেই

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি?

- উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ :

ক) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর জবাবদিহিতা সৃষ্টি;

খ) তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স চালুকরণ;

গ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ব্যাপক হওয়ায় নতুন অনুবিভাগ সৃষ্টি ও অধিক সংখ্যক কর্মকর্তার পদায়ন;

ঙ) মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Thematic Study Circle গঠন এবং মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ে Motivation Leader এর মাধ্যমে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ;

চ) গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নীতি প্রণয়নে যথাযথভাবে সমন্বয় সাধন।

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
৪৪ (২১টি ওপি + ২৩টি প্রকল্প)	মোট: ৯৭৯০.৯৬ জিওবি: ৬২১৪.৪৭ পিএ: ৩৫৭৬.৪৯	মোট: ৬৬৮৫.৯৩ (৬৮.২৯%) জিওবি: ৪২৯৪.৩৮ (৬৯.১০%) পিএ: ২৩৯১.৫৫ (৬৬.৮৭%)	৯টি

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনধীন বছরে চলমান প্রকল্পে কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
৩টি নতুন প্রকল্প: (১) ৫টি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর) বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিট স্থাপন; (২) ১৫টি সরকারি হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং (৩) এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড, মানিকগঞ্জ প্ল্যান্ট স্থাপন।	৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে: (১) শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট (২য় সংশোধিত) (২) শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত) (৩) আই হেলথ প্রোমোশন এন্ড প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেস ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (৪) স্কেলিং আপ এন ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারভেনশন প্যাকেজ টু রিডিউস ম্যাটারনাল এন্ড নিউনেটাল মরবিডিটি এন্ড মরটালিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) মন্তব্য: 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এলসি খোলার বিলম্বের কারণে প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায়নি। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র সম্মতি রয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২২-২৩) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২২-২৩) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি) :

(i) PFD OP'তে বরাদ্দ ১০২৫.০০ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থ ৮৬৩.৩২ কোটি টাকা, লক্ষমাত্রা ১০০% এবং অর্জিত অগ্রগতি ৮৪%।

(i) SSMCH DPP'তে বরাদ্দ ৩৭১৭.০০ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থ ৩৪৮০.০০ কোটি টাকা, লক্ষমাত্রা ১০০% এবং অর্জিত অগ্রগতি ৯৯.৬৫%।

(২০) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য):

২০.২ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত:

জন্ম-হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	এক বছরের নিচের বয়সী শিশু (Infant) মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
								পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯.৩	৫.৮	১.৩৫	১৭	২৫	৩১	১.৫৬	৬৩.৮	৭০.৮	৭৪.২	৭২.৪

Source: Bangladesh Sample Vital Statistics 2022
Bangladesh Bureau of Statistics
Published : June 2023

২০.৩ স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪৫৭৮/-টাকা $ ৫৪ ডলার	৬৪০	৭৮৫৪	৮৪৯৪	৬৮৩৯৫	১১০৯০৬	১৭৯৩০১	১৩৭০০০	৮৫১৭৭ (Nurse & Midwifre)	৪৫০৪৭ (রেজিষ্টার্ড প্যারামেডিকস ১৪১৪৭)	১:১২২৮	১:১৯৭৫	১:৩৭৩৪

বিঃ দ্রঃ

রেজিষ্টার্ড প্যারামেডিকস ফার্মাসিষ্ট (১৪১৪৭), রাষ্টীয় চিকিৎসা অনুষদের রেজিষ্ট্রেন প্রাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট: ল্যাব/রেডিওগ্রাফী/রেডিওথেরাপী/পিজিওথেরাপী/ডেন্টাল/এসআই) এর সংখ্যা ৩০৯০০।

সুত্রঃ

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ্ একাউন্টস্ ১৯৯৭-২০২০ গবেষণা রিপোর্ট
- ২৭.০৭.২০২৩ ইং তাং নার্সিং কাউন্সিল থেকে সংগ্রিত তথ্য।
- ২৬.০৭.২০২৩ ইং তাং বিএমডিসি থেকে সংগ্রিত তথ্য।

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২২-২০২৩)		পূর্ববর্তী বছর	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগীব্যক্তি/পরিবার / প্রতিষ্ঠানেরসংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম	৮৮,৩৩৩ জন হতদরিদ্র মায়েদের এএনসি- ১, ২ ও ৩, নিরাপদ প্রসব সেবা এবং পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে।	২৬৬৩.৩৮	৮৪,৪৯৮ জন হতদরিদ্র মায়েদের এএনসি- ১, ২ ও ৩, নিরাপদ প্রসব সেবা এবং পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে।	২২১৯.৩৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২২-২০২৩)		পূর্ববর্তী বছর	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগীব্যক্তি/পরিবার / প্রতিষ্ঠানেরসংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং(ডিএসএফ) হতদরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত ছানী রোগী অপারেশন কার্যক্রম	১৭৬৫ জন	৩১.২৫৯১৮	১৫০০ জন	৪৫.০০
	৩	ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রন	২১,৩২২,৭৩৫ জন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু	১৩৪০.৫	২০৩৭১৯০৭ জন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু	১৩০০.৫
	৪	আয়রনের ঘাটতি জনিত রক্ত স্বল্পতা নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ	৫২০৫৭৮৫৩ টি আয়রন বড়ি	১৮৬.৬	৫২০৩৯৭১৭ টি আয়রন বড়ি	১১৬.২
	৫	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারী তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতাল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	৩৯৬ টি (ফাংশনাল)	১৫.৪	৩৯৪ টি (ফাংশনাল)	১৫.৩
	৬	শিশু বান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	৯০৭টি (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে)	১৮৩.৭০	৯০৭টি (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে)	১৮৩.৭০
	৭	BPL জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা ব্যয় মিটানোয় আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ	১,৫১,২৫৪ পরিবার	৩৯.২৭ লক্ষ	১,০৬,১৫৪ পরিবার	৬৩.০০ লক্ষ
মোট						

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লাভ করেছে সেগুলোর নাম ও লাভের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
১	২
এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিঃ	১৪৭.৭২ কোটি (ট্যাক্স প্রদানে পূর্বে নিট লাভ)

(মোঃ সাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।